দৈনিক জনকণ্ঠ

178

02 SEP 1996

তারিখ ... 02 SEP 1996 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

হল দখলের নেপথ্যে

অস্ত্র ও পেশীশক্তিনির্ভর রাজনীতির চর্চা এখন মেয়েদের হল, কলেজে বিস্তার লাভ করছে

মোয়াজ্জেম হোসেন

অস্ত্র, এবং পেশীশক্তিনির্ভর রাজনীতির চর্চা মেয়েদের কলেজ এবং ছাত্রী নিবাসেও বিস্তৃত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কয়েকটি কলেজের ছাত্রী নিবাসে মেয়েদের হাতেও আগ্নেয়াস্ত্র দেখা গেছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হল এবং ইডেন কলেজের ছাত্র নিবাসে গত ক'দিনে মেয়েরা যেভাবে প্রকাশ্যে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয় তা সাধারণ ছাত্রী এবং অভিভাবক মহলে মারাত্মক উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সাধারণ ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, মেয়েদের দুটি হল ক্যাম্পাসে অস্ত্র রাখার নিরাপদ স্থানরূপে বিবেচিত হয়েছে। বড় দুটি সংগঠনের ছাত্রী কর্মীরা ছোটখাটো আগ্নেয়াস্ত্রের ক্যারিয়াররূপে কাজ করছে। ছেলেদের হলে ঘন ঘন পুলিশের তল্লাশির ফলে ক্যাডাররা তাদের অস্ত্র এদের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিচ্ছে ছাত্রী হলে। পুলিশও সন্দেহ করছে ছাত্রী হলে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। এ কারণেই সম্প্রতি ছাত্রী হলেও তল্লাশি চালানো হয়।

শামসুন্নাহার হলের এক ছাত্রী জানান, গত বুধবার রাতে হলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগের (শা-পা) মেয়েদের মধ্যে যখন সংঘর্ষ শুরু হয় তখন মাস্টার্স ভবনের কাছে দু'রাউন্ড গুলিবর্ষণের শব্দ শোনা গেছে। সাধারণ ছাত্রীদের সন্দেহ, হলের কোন মেয়েই গুলি করেছে। কারণ রাতের বেলা হলের ভিতর কোন বহিরাগত প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না।

ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, স্মল আর্মসের ক্যারিয়ার হিসাবে ক্যাডাররা এখন ছাত্রী কর্মীদেরই সবচেয়ে নিরাপদ মনে করছে। ছোট আগ্নেয়াস্ত্র মেয়েরা তাদের হ্যান্ডব্যাগে করে সহজেই বহন করতে পারে। পুলিশ কখনও তাদের সন্দেহ করে না। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ (শা-পা) এই দুটি বড় সংগঠনেই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ছাত্রী কর্মী রয়েছে। এদের অনেকের সঙ্গেই ক্যাডারদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সাধারণ

(১৫-এর পাতায় দেখুন)

অস্ত্র ও পেশীশক্তি

(প্রথম পাতার পর)

ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, ক্যাম্পাসে বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর সংঘর্ষের রেশ ধরে ছাত্রী হলগুলোতেও উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে। ছাত্রী কর্মীদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা বেড়েছে, সৃষ্টি হয়েছে পেশীশক্তি ব্যবহারের প্রবণতা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হলগুলো কয়েক দশক ধরে সন্ত্রাসকবলিত থাকলেও ছাত্রীদের হলগুলো এ থেকে মুক্ত ছিল। ছাত্রী নিবাসে কখনও কখনও বিচ্ছিন্নভাবে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তা ছিল একেবারেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং চুলোচুলি-হাতাহাতির মধ্যেই এই সংঘর্ষ সীমাবদ্ধ ছিল। ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, ছাত্রীদের হলে সংঘর্ষে এর আগে মশারির স্ট্যান্ড বা কাঁটা চামচ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের কথা শোনা গেছে। আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার এর আগে কখনও হয়নি।

গত বুধবার শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে। এর আগে ২৭ আগস্ট পুলিশ শামসুন্নাহার হল তল্লাশি করতে গেলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এক নেত্রী পুলিশকে বাধা দেন। ছাত্রলীগের (শা-পা) এক নেত্রী জানান, পুলিশের কাছে তথ্য ছিল হলে অস্ত্র আছে। ছাত্রদল নেত্রী হল তল্লাশিতে বাধা দেয়ায় সহজেই বোঝা যায় অস্ত্র কাদের কাছে ছিল।

২৮ আগস্ট রাতে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ছাত্রদলের এক নেত্রীর কটূক্তিকে কেন্দ্র করে– জানালেন শামসুন্নাহার হলের এক ছাত্রলীগ নেত্রী। ছাত্রদলের এই নেত্রী সংঘর্ষের সময় প্রতিপক্ষের উপর বৈদ্যুতিক তার দিয়ে তৈরি একটি চাবুক নিয়ে হামলা করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ক্যাম্পাসের ছাত্রী হলে সংঘর্ষ শুরু হলে দুই ছাত্র সংগঠনের নেতারা বাইরে থেকে তাতে মদদ দেন বলে অভিযোগ করেন সাধারণ ছাত্রীরা। রাজধানীতে মেয়েদের সর্ববৃহৎ কলেজ ইডেন কলেজে সন্ত্রাসের মাত্রা এবং বিস্তৃতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। গত শুক্রবার ইডেন কলেজে দু'দল ছাত্রীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষের পর কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

জানা গেছে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ (শা-পা) কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। তবে এর আগে ১৫ আগস্ট 'জাতীয় শোক দিবস' পালনকে কেন্দ্র করে দুই ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ছাত্রলীগ (শা-পা) কলেজ প্রাঙ্গণে শোক দিবসের কর্মসূচী পালনকালে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল হোস্টেলের টিভি রুমে বিএনপি চেয়ারপার্সনের জন্মদিন পালন করে। ছাত্রলীগ নেত্রী হোসনে আরা হাসু অভিযোগ করেছেন, ছাত্রদলের মেয়েরাই গায়েপড়ে সংঘর্ষ শুরু করে। তারা তাদের নেত্রীর জন্মদিন পালনের জন্য মাইকে অশ্লীল হিন্দী গান বাজিয়ে আমাদের শোক দিবসের কর্মসূচী বিঘ্নিত করে। ২৮ আগস্ট নির্বাচনের দিন জালভোট প্রদানকে কেন্দ্র করে ইডেন কলেজ কেন্দ্রে দুই দলের মধ্যে কয়েক দফা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ছাত্রলীগ নেত্রী শিলু কয়েকটি জালভোট চ্যালেঞ্জ করায় ছাত্রদলের মেয়েরা তাকে মারধর করে বলে অভিযোগ করেন ছাত্রলীগ (শা-পা) নেত্রী হোসনে আরা হাসু।

বৃহস্পতিবার রাতে ইডেন কলেজ ছাত্রী নিবাসে দ্বিতীয় দফা সংঘর্ষ শুরু হয়। পুরনো হোস্টেলের ভিতর গেট বন্ধ করে এক ছাত্রলীগ নেত্রীর চুল কেটে দেয় ছাত্রদলের কর্মীরা। খবর পেয়ে ছাত্রলীগের মেয়েরা পুরনো হোস্টেলে হামলা করে এবং কয়েকজন ছাত্রদল কর্মীকে মারধর করে। শুক্রবার সকাল থেকেই কলেজের অবস্থা ছিল উত্তপ্ত। ইডেন কলেজে ছাত্রীদের মধ্যে অস্ত্রের ব্যবহার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক বেশি বলে জানা গেছে। কলেজের ছাত্রদলের এক 'খ্যাতিমান' নেত্রীর কাছে সব সময় আগ্নেয়াস্ত্র থাকে বলে একটি সূত্র জানায়। এর আগে কলেজে দু'দলের সংঘর্ষের সময় ছাত্রীরা বোমাবাজিও করেছে। তবে সাধারণত হকিস্টিক, মশারির স্ট্যান্ড, চেয়ারের ভাঙ্গা পায়া সংঘর্ষের সময় বেশি ব্যবহৃত হয়। দু'দলই যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে বালতি ভর্তি ইষ্টক খণ্ড রুমে রুমে মজুত রাখে। ছাত্রীদের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশ্যে লাঠালাঠি, চুলোচুলি সাধারণ ছাত্রীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী বলেন, যে ধরনের ছবি সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে তা দেখে আমাদের অভিভাবকরাও এখন উদ্বিগ্ন। কয়েকজন মেয়ের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য হলের সব মেয়ের ভাবমূর্তি আজ ক্ষুণ্ন হতে চলেছে।